দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 APR 2008 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# জাবি হারাতে বসেছে পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা

॥ মুকিমুল আহসান হিমেল, জাবি সংবাদদাতা ॥

তীব্র আবাসন সংকটের কবলে দেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থীই আবাসিক সুবিধাবঞ্চিত। ফলে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। বিশ্ববিদ্যালয়টি হারাতে বসেছে তার আবাসিক চরিত্র।

দেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ১৯৭০ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। সে সময় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধা পেয়ে আসলেও বর্তমানে প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থীই এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃতদের হলে কোন সিটের ব্যবস্থা করা হবে না বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এতে চরম বিপাকে পড়েছে মফস্বল থেকে আসা শিক্ষার্থীরা। আর ঢাকা থেকে দুই ঘন্টার পথ অতিক্রম করে অনেকেই নিয়মিতভাবে ক্লাস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না।

সূত্রমতে, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১১টি আবাসিক হলের ৫৫৫৮টি আসনের বিপরীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী রয়েছে প্রায় ১০ হাজার। এর মধ্যে ছাত্রদের ৬টি আবাসিক হলে ৩৪৭৬টি আসনের বিপরীতে সংযুক্তি রয়েছে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ছাত্রের। অপরদিকে ছাত্রী হলগুলোতে আবাসন সমস্যা চরমে। ছাত্রীদের ৫টি আবাসিক হলের ২০৮২টি আসনের বিপরীতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ছাত্রী সংযুক্ত রয়েছে।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ১ম ও ২য় বর্ষের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ শিক্ষার্থীই আবাসিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ সকল আবাসিক সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের অনেকেই বিছানা পেতেছে হলগুলোর কমন রুম, নামাজ রুম, ডাইনিং রুম কিংবা ছাত্র সংসদ ভবনের স্যাঁতস্যাঁতে নোংরা পরিবেশে। বিভিন্ন হল ঘুরে দেখা গেছে এই গণরুমগুলোর নোংরা পরিবেশে ৫০/৬০ জন বসবাস করছে। এগুলো অনেকটাই শরণার্থী শিবিরের মত মনে হয়। এমন মানবেতর পরিবেশে বসবাসের ফলে অনেকেই নিয়মিতভাবে ক্লাস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না।

প্রতিবছর যত সংখ্যক শিক্ষার্থী বের হবে বিপরীতে তার সমান সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির নিয়ম থাকলেও অনার্স লেভেল ১ বছর বৃদ্ধি করে ৪ বছর করায়ও তীব্র সেশনজটের ফলে এ নিয়ম মানা হচ্ছে না। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের অনেকে ঢাকা থেকে এসে ক্লাস করে। কিন্তু বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয় মফস্বল থেকে আসা শিক্ষার্থীরা। প্রথম বর্ষে ভর্তি হবার পর থেকেই তাদের দীর্ঘদিন যাবৎ থাকতে হয় গণরুমগুলোর নোংরা পরিবেশে। অনেক শিক্ষার্থী আবার সে সুযোগটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়।

আসন বন্টনে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণহীনতা, ছাত্র

*জাবির আবাসিক হলগুলোতে এভাবেই গাদাগাদি করে বসবাস করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের -ইত্তেফাক*

নেতাদের একক বা একাধিক রুম দখল করে থাকা, পাস করার পরও অনেক শিক্ষার্থীর সিট না ছাড়া আবাসন সংকটের মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। আবাসন সমস্যা নিরসনে কমপক্ষে ৩টি হল নির্মাণের দাবি শিক্ষার্থীদের। তবে ছাত্রদের জন্য একটি হল নির্মাণের কাজ ২০০৭ সালের মধ্যে শুরুর কথা থাকলেও এখনও তার কোন বাস্তব রূপ দেখা যায়নি। শীঘ্রই যদি একাধিক আবাসিক হল নির্মাণ না করা হয় তাহলে অচিরেই হারিয়ে যাবে দেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক চরিত্র।